দৈনিক সংবাদ 31

তারিখ 20 JAN 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত

২৬শে জানুয়ারী সারাদেশে বিক্ষোভ, ছাত্র সমাবেশ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা রক্ষা ও ছাত্রবন্দীদের মুক্তির দাবীতে গতকাল রোববার এই ধর্মঘট আহবান করা হয়েছিলো।

এ উপলক্ষে গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক সমাবেশে আগামী ২৬শে জানুয়ারী বিক্ষোভ দিবস পালন এবং ২৮শে জানুয়ারী দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাবেশ ও মিছিল এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বিকেল ৩টায় ষ্টেডিয়াম গেটে গণসমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। বিক্ষোভ দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের অফিস ঘেরাও করার কর্মসূচীও নেয়া হয়েছে।

পরিষদের অন্যতম নেতা এবং ছাত্রলীগের (মা-না) কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল মান্নান সমাবেশে বক্তৃতা ও ঘোষণা পাঠ করেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচীতে ছাত্র সমাজসহ বিভিন্ন স্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করেছে যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই সন্ত্রাসের অবসান সম্ভব। মূল সমস্যা হিসেবে তিনি বর্তমান সামরিক সরকারকে চিহ্নিত করেন।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের অনুষ্ঠানে যোগ না দেয়ার অনুরোধ

জনাব মান্নান অভিযোগ করেন, উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হকের অপসারণ সরকারী নীলনকশার বাস্তবায়ন। তিনি ঘোষণা করেন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সরকারের কোন তল্পিবাহককে বিশ্ববিদ্যা-

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র সমাবেশ

(১ম পাতার পর)

লয়ে থাকতে দেবে না। পরিষদের ঘোষণায় রাষ্ট্রপতি এরশাদ অথবা মন্ত্রীদের কোন অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ না দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রস্তাব

গতকাল রোববার ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট শেষে সংগ্রাম পরিষদের এক ঘোষণায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের তালিকা প্রকাশ ও উচ্ছেদ করার দাবী জানানো হয়েছে। ঘোষণায় ছাত্রনেতা জহীরউদ্দিন স্বপন ও মুকুল বোসসহ সকল ছাত্র রাজবন্দীর মুক্তি এবং দণ্ডাদেশ ও মিথ্যা মামলা বাতিলের দাবী জানানো হয়।

ঘোষণায় গণমুখী সার্বজনীন অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, অপ্রয়োজনীয় অনুৎপাদনশীলখাতে বরাদ্দ কমিয়ে রাষ্ট্রীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, সরকারী চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছরে উন্নীত করা বেকার ভাতা চালু, শিক্ষা ঋণ প্রকল্প চালু করার দাবী জানানো হয়। এতে ছাত্রদের জন্য স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ ও খাবার সরবরাহেরও দাবী জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৫ দফা ভিত্তিক সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়।